৫। ক) বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?

Ans:- বর্ণগুলিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের চিহ্নগুলিকে বলে বর্ণ।।

বর্ণ দুপ্রকার :- i) স্বরবর্ণ
ii) ব্যঞ্জন বর্ণ

খ) স্বরবর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?

Ans:- স্বরবর্ণ প্রাথমিকভাবে দুপ্রকার।
হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।

আবার অন্যভাবে স্বরবর্ণগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়।। - যথা - মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর।।

গ) ব্যঞ্জন বর্ণ কাকে বলে?

Ans:- যেসব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেইসব বর্ণকে বলে ব্যঞ্জন বর্ণ।। ম = ম + অ

ঘ) হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans:- হ্রস্ব মানে কম। যে স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে, সেই সব স্বরবর্ণগুলিকে বলে হ্রস্বস্বর।
যেমন :- অ, ই, উ, ঋ।

যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে সেই সব স্বরবর্ণগুলিকে বলে দীর্ঘস্বর। যেমন :- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ ॥

ঙ) অক্ষর কাকে বলে?

Ans:- অবিভাজ্য স্বরবর্ণ বা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত করে শব্দের যে ক্ষুদ্রতম অংশ একেবারে উচ্চারণ করা যায়, তাকে বলে অক্ষর। (syllable)

যেমন :- সহজ = স + হজ

অতীত = অ + তীত

কঠিন = ক + ঠিন

চ) বর্ণ বিশ্লেষণ কাকে বলে?

Ans:- শব্দের ভেতরে যে সব বর্ণ থাকে, তাদের প্রত্যেকটি বর্ণকে আলাদাভাবে দেখানোকে বলে বর্ণ বিশ্লেষণ।

শিক্ষা = শ + ই + ক্ + ষ + আ

জরা = জ + অ + র + আ

অন্য = অ + ন + য

ছ) ফলা কাকে বলে?

Ans:- ম, র, ল, ব, ণ, ন, য - এই সাতটি ব্যঞ্জনবর্ণকে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত করাকেই ফলা বলে। যেমন :-

ঐক্য = (ক + য = ক্য), চক্র = (ক + র = ক্র)